যায়যায়দিন

তারিখ ... 12 JUL 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# ১২ জুলাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিকেন্দ্রীকরণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

এম মামুন হোসেন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে ১২ জুলাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১ হাজার ৮০০ কলেজকে ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজ সঙ্কট কাটাতে কমিটির নতুন কিছু সুপারিশ থাকছে। গাজীপুর ক্যাম্পাসের ওপর চাপ কমাতে বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক শাখা খোলার

বিশ্ববিদ্যালয়ের : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## বিশ্ববিদ্যালয় : জাতীয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চিন্তা-ভাবনা করছে কমিটি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকরণ এবং অধিভুক্ত কলেজগুলোকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। কিন্তু এ ব্যাপারে দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। এছাড়া বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা এবং প্রতিবাদও আসছিল প্রতিনিয়ত। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া কলেজগুলোকে ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ভাগ করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ১২ জুলাইয়ের নির্ধারিত বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম কেবল পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখানে সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের যে অভিযোগ ছিল তা থেকে উত্তরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস জরুরি হয়ে পড়েছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান জানান, অধিভুক্ত কলেজগুলোকে সহায়তা, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নজরদারি বাড়ানোর সুপারিশ থাকবে। ১ হাজার ৮০০-র অধিক কলেজের চাপ কমাতে প্রথমে বিভাগীয় শহর এবং পরে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক কার্যালয় করা হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর (মাউশি) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের তদারকি করে। প্রশাসনিক কিছু পরিবর্তন এনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দেয়ার সুপারিশ করা হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বর্তমানে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কলেজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কলেজগুলো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দিয়ে এর দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এ কাজে সরকারকে সুপারিশ প্রদানের জন্য ইউজিসির চেয়ারম্যানকে প্রধান করে ১১ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিও গঠন করা হয়। ৮ এপ্রিল ছিল কমিটির প্রথম বৈঠক। কমিটি এ পর্যন্ত তিনটি বৈঠক করেছে। কিন্তু প্রতিটি বৈঠকেই নতুন নতুন সমস্যা বের হয়। কমিটি প্রথমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) অধীন ন্যস্ত করার সুপারিশ করে। ঢাকা বিভাগের অধীন কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলোকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিভাগের কলেজগুলোকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগের কলেজগুলোকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিভাগের কলেজগুলো শাবিপ্রবি এবং বরিশাল বিভাগের কলেজগুলো পবিপ্রবির অধীন এবং সরকার রংপুরকে বিভাগ ঘোষণা করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কলেজগুলো রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

যে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিচালনায় কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাদের কাছ থেকে কলেজগুলো সরিয়ে নেয়ার বিরোধিতা করছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ শিক্ষকরা সরকারের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানান। এসব কারণে কমিটিও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সেমিস্টার পদ্ধতিতে চলে। ফলে সেমিস্টার পদ্ধতির কারিকুলাম অনুযায়ী কলেজের লেখাপড়া সম্ভব হতো না। নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জটিলতা দেখা দিতে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।